সংক্ষিপ্ত কালিমাত

বদিউজ্জামান সাঈদ নূরসী

অনুবাদ

একাডেমি গ্রুপ

সোজলার পাবলিকেশন

রিসালায়ে নূর সমগ্র থেকে
সংক্ষিপ্ত কালিমাত
বদিউজ্জামান সাঈদ নুরসী

অনুবাদ-মণ্ডলী
একাডেমি গ্রুপ

প্রকাশকাল
জানুয়ারি ২০২৩ খ্রীস্টাব্দ

প্রকাশক
সোজলার পাবলিকেশন
৩৪, নর্থব্রুক হল রোড
মাদরাসা মার্কেট (২য় তলা)
বাংলা বাজার, সূত্রাপুর, ঢাকা-১১০০
মোবাইল : ০১৭৬৭৮২২০৬৪

ISBN : ৯৭৮-৯৮৪-৯৬৮৬৮-৫-৯

মূল্য : ১৩০.০০
(একশত ত্রিশ) টাকা মাত্র

From The Risale-i Nur Collection
Songkkhipto Kalimat
Bediuzzaman Said Nursi

Translated By
Academi Group

Published
January 2023

Publisher
Sozler Publication
34 North brook Hall Road
Madrasa Market (2nd Floor)
Bangla bazar, Sutrapur, Dhaka-1100
Mobile : 01767822064

ISBN : 978-984-96868-5-9

Price : 130.00
(One Hundred Thirty) Tk Only

e-mail : sozlerpublicationltd@gmail.com
Fb : www.facebook.com/sozlerpublication

অনলাইন পরিবেশক

সূচিপত্র

সাঈদ নুরসী ও রিসালায়ে নুর সম্পর্কে অভিমত..... ৫

বদিউজ্জামান সাঈদ নুরসী ও রিসালায়ে নুর..... ৮

প্রথম কালিমা..... ১৫
বিসমিল্লাহ্ সম্পর্কে

দ্বিতীয় কালিমা..... ১৮
ঈমান সম্পর্কে

তৃতীয় কালিমা..... ২১
ইবাদত সম্পর্কে

চতুর্থ কালিমা..... ২৫
নামায সম্পর্কে

পঞ্চম কালিমা..... ২৮
তাকওয়া ও উবুদিয়ত সম্পর্কে

ষষ্ঠ কালিমা..... ৩২
নিজের নফস ও সম্পদকে
আল্লাহর কাছে বিক্রি সম্পর্কে

সপ্তম কালিমা..... ৩৯
আল্লাহর ওপরে ঈমান ও
আখেরাতের ঈমান সম্পর্কে

অষ্টম কালিমা..... ৪৬
এই পৃথিবীর প্রকৃত রূপ এবং
মানুষের জন্য দ্বীনের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে

নবম কালিমা..... ৫৭
নামাজকে সুনির্দিষ্ট পাঁচ ওয়াক্তে
নির্ধারণের হেকমত সম্পর্কে

একুশতম কালিমা..... ৭০
নামাজের ব্যাপারে কিছু সতর্কবাণি

উপসংহার..... ৭৯
গাফেল মাথায় হাতুড়ির আঘাত ও
একটি শিক্ষণীয় গল্প

ইশারাতুল ইজাযের একটি ভূমিকা..... ৮২
ইবাদতের ব্যক্তিগত ও
সামাজিক নানাবিধ ফলাফল সম্পর্কে

বদিউজ্জমান সাঈদ নূরসী ও রিসালা-ই নূর সম্পর্কে শাইখুল ইসলাম আল্লামা তকি উসমানী (দা.বা.) সাহেবের অভিমত

১৯২৩ সালে তুরস্কে উসমানি খেলাফত বিলুপ্ত করে তৎকালীন শাসকগোষ্ঠী দ্বীনহীন শাসনব্যবস্থা প্রবর্তন করেন; যার ফলে মুসলমানদের ধর্মীয় অনুশাসানগুলোর বিরুদ্ধে কঠোর হস্তক্ষেপ শুরু হয়। এরই ধারাবাহিকতায় একসময় তুরস্কে আরবিতে আজান বন্ধ করে দেওয়া হয়। আরবি ভাষায় ধর্মীয় বইপুস্তক প্রকাশ এবং শিক্ষার প্রতিও নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়। জনসাধারণকে টুপির স্থানে ইংলিশ হ্যাট পরিধান করতে আইন প্রণয়ন করে জোর জবরদস্তি করে বাধ্য করা হয়। মোটকথা, এসব ধর্ম বিবর্জিত হিংস্র কার্যকলাপ আর কোনো ইসলামী জনপদে দৃশ্যমান হয়নি। আল্লাহর মেহেরবানিতে পর্যায়ক্রমে পরিস্থিতি পরিবর্তন হতে থাকে। কিন্তু তুরস্কের শাসনব্যবস্থায় দ্বীনহীনতা জেঁকে বসে এবং দেশের ধর্মীয় আকাশে কালো মেঘের ঘনঘটা দীর্ঘদিন প্রলম্বিত হয়। বর্তমানে আল্লাহর মেহেরবানিতে এই ভয়ংকর অবস্থার আশাব্যঞ্জক পরিবর্তন পরিলক্ষিত হচ্ছে।

দেশের ধর্মীয় এ অমানিশার ঘনঘোর অবস্থায়ও তুরস্কের ওলামায়ে কেরাম ধৈর্য ও সাহসিকতার সাথে অবস্থার মোকাবিলা করতে থাকেন। তাঁরা বিভিন্ন অঙ্গনে নিজেদের প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখেন। এ ধারার কার্যক্রমে কয়েকটি গ্রুপ অত্যন্ত উজ্জ্বল হয়ে আছে।

প্রথমত ঐসব ওলামেয়ে কেরাম, যারা দৃশ্যপটের গোপনে থেকে ইসলামী শিক্ষার সংরক্ষণের জন্য জীবন বাজি রেখে কাজ করতে থাকেন।

দ্বিতীয়ত আল্লামা বদিউজ্জামান সাঈদ নূরসী রহ.-এর অরাজনৈতিক ঈমানি আন্দোলন। তিনি তাঁর রচিত রিসালায়ে নূর-এর দাওয়াত ও তাবলিগ এবং ইসলাহি লিখনীর মাধ্যমে অলৌকিকভাবে নওজোয়ানদের মধ্যে ইসলামী নবজীবনের ধারা সৃষ্টি করেছিলেন। তার প্রভাব সমাজের প্রত্যেক স্তরের জনসাধারণের মাঝে পরিলক্ষিত হচ্ছে।

এ ছাড়াও দাওয়াত ও তাবলিগের প্রভাব এর সাথে যোগ হয়েছে। বর্তমানে এই তিন দলের ইসলাম প্রচার ও প্রসারের প্রভাব বেড়েই চলেছে।

আল্লামা তকী উসমানী
'দুনিয়া মেরি আগে' রচিত কিতাব থেকে সংগৃহীত

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى
سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِهٖ وَصَحْبِهٖ اَجْمَعِيْنَ

হে ভাই! আমার কাছে কয়েকটি নসিহত শুনতে চেয়েছ। যেহেতু তুমি একজন সৈনিক, তাই সামরিক উদাহরণ-সংবলিত আটটি গল্পের মাধ্যমে কিছু কথা আমার সাথে মনোযোগ দিয়ে শোনো। কারণ, আমি নিজেকেই নসিহতের সর্বাধিক মুখাপেক্ষী বলে মনে করি। অতীতে এ ব্যাপারে পবিত্র কুরআনের আটটি আয়াত থেকে উপকৃত হয়েছিলাম। সেগুলোকে আটটি কালিমা আকারে বিস্তারিতভাবে নিজেকে প্রথম শুনিয়েছি। এখানে সেগুলো জনসাধারণের ভাষায় সংক্ষেপে নিজেকে শোনাব। কেউ চাইলে তা আমার সাথে শুনতে পারে।

প্রথম কালিমা

'বিসমিল্লাহ' হলো সকল কল্যাণের মূল। আমরা প্রথমে বিসমিল্লাহ দিয়েই শুরু করি। হে আমার নফস! জেনে রেখ, এই মুবারক শব্দটি যেমন ইসলামের নিদর্শন, তেমনি মহাবিশ্বে বিদ্যমান সবকিছুর হালভাষায় বিরামহীনভাবে উচ্চারিত জিকির। 'বিসমিল্লাহ' কত বিশাল ও অফুরন্ত এক শক্তি এবং কী যে অশেষ রহমতের ভান্ডার–তা বুঝতে চাইলে নিম্নোক্ত গল্পটি লক্ষ করো। শোনো–

'প্রত্যন্ত আরব-মরুভূমিতে ভ্রমণরত কোনো ব্যক্তির জন্য জরুরি হলো, সেখানকার কোনো গোত্রপ্রধানের কর্তৃত্ব মেনে নেওয়া এবং তার আশ্রয় গ্রহণ করা। এই আশ্রয় গ্রহণের উদ্দেশ্য হলো, দস্যুদের আক্রমণ থেকে রক্ষা পাওয়া এবং নিজ প্রয়োজনসমূহ পূরণ করা। তা না হলে তাকে একাকী অসংখ্য শত্রুর মোকাবিলা করতে হবে, অশেষ প্রয়োজনের মুখোমুখি হয়ে পর্যুদস্ত হতে হবে।

একবার দুই ব্যক্তি ভ্রমণের উদ্দেশ্যে মরুভূমিতে যাত্রা শুরু করল। তাদের মধ্যে একজন ছিল বিনয়ী। অন্যজন দাম্ভিক ও অহংকারী। বিনয়ী ব্যক্তিটি একজন গোত্রপ্রধানের কর্তৃত্ব মেনে নিল এবং মরুভূমির সব জায়গায় নিরাপদে ভ্রমণ করল। যাত্রাপথে কোনো দস্যুর মুখোমুখি হলে সে বলত, 'আমি অমুক গোত্রপ্রধানের নিরাপত্তায় রয়েছি।' তখন দস্যু তাকে আক্রমণ না করে চলে গেল। আবার কোনো তাঁবুতে প্রবেশ করলে গোত্রপ্রধানের নামের খাতিরে সে সম্মানও পেল।

কিন্তু দাম্ভিক ব্যক্তিটি কোনো গোত্র প্রধানের কর্তৃত্ব মেনে না নেওয়ায় পুরো যাত্রাপথেই তাকে অবর্ণনীয় দুর্ভোগের শিকার হতে হয়। সর্বদা দস্যুদের ভয়ে তটস্থ থাকতে হয় আর ভিক্ষাবৃত্তি করে

দিন অতিবাহিত করতে হয়। এতে করে সে সবার কাছে হেয় ও উপহাসের পাত্রে পরিণত হয়।'

হে আমার দাম্ভিক নফস! তুমি মরুভূমি-সদৃশ এই দুনিয়ার একজন পথিক। তোমার অক্ষমতা আর দরিদ্রতা সীমাহীন। চারপাশে তোমার শত্রু অসংখ্য এবং তোমার চাহিদাও অফুরন্ত। আর বাস্তবতা যেহেতু এমনই, তাই সৃষ্টিজগতের সবকিছুর কাছে করুণা ভিক্ষা করা থেকে এবং যেকোনো দুর্ঘটনায় ভীত-সন্ত্রস্ত হওয়া থেকে মুক্তির জন্য, এই বিশ্ব-মরুভূমির চিরস্থায়ী মালিকের কর্তৃত্ব স্বীকার করে নাও।

'বিসমিল্লাহ' শব্দটি এমনই এক বরকতময় ভান্ডার–যা তোমার অক্ষমতা ও দরিদ্রতাকে অসীম কুদরত ও রহমতের সাথে যুক্ত করে, ওই দরিদ্রতা ও অক্ষমতাকে কাদিরে রাহিমের দরবারে সর্বাধিক গ্রহণযোগ্য এক সুপারিশকারীতে পরিণত করে। হ্যাঁ, 'বিসমিল্লাহ' শব্দের ওপর নির্ভর করে কর্ম সম্পাদনকারী ব্যক্তি সেই ব্যক্তির ন্যায় হয়ে যায়, যে সামরিক বাহিনীতে যোগদান করে রাষ্ট্রের নামে সকল কাজ সম্পন্ন করে থাকে। কারও পরোয়া করে না: বরং রাষ্ট্র ও আইনের কথা বলে সব কাজ সম্পন্ন করে। সকল বাধার মুখে অবিচল থাকে। প্রথমেই বলেছি, 'সৃষ্টিজগতের সবকিছুই নিজ হাল ভাষায় বিসমিল্লাহ বলে'–বিষয়টি কি তা-ই?

হ্যাঁ, অবশ্যই তা-ই। যদি দেখ, মাত্র একজন ব্যক্তি সমস্ত শহরবাসীকে একত্রিত করে কোনো নির্দিষ্ট কাজ সম্পাদনে বাধ্য করছে, তখন বুঝে নেবে যে সে নিজ ক্ষমতাবলে তা করছে না; বরং সে একজন সামরিক ব্যক্তি হওয়ায় শাসকের ক্ষমতার ওপর নির্ভর করে আইন ও রাষ্ট্রের পরিচয়ে কাজ করছে।

ঠিক একইভাবে সকল সৃষ্টি আল্লাহর নামে কাজ করে চলেছে। প্রতিটি গাছ 'বিসমিল্লাহ' বলে রহমতের ভান্ডারের ফলমূল দিয়ে আমাদের পরিবেশন করছে। প্রতিটি শস্যক্ষেত্র 'বিসমিল্লাহ' বলে কুদরতি

পাকঘরের বিশাল এক কড়াইয়ে পরিণত হয়–যে কড়াইয়ে ভিন্ন ভিন্ন স্বাদের বিভিন্ন খাবার একই সঙ্গে পৃথকভাবে রান্না করা হচ্ছে। প্রতিটি গাভী, উটনি, ভেড়ী ও ছাগী 'বিসমিল্লাহ' বলে রহমতের প্রাচুর্যময় এক একটি সুপেয় দুধের ঝরনাধারায় পরিণত হয়। আমাদেরকে আল্লাহর রাজ্জাক নামের কল্যাণে আবেহায়াত-সদৃশ সর্বোত্তম ও সুস্বাদু খাবার পরিবেশন করে।

সমস্ত বৃক্ষ ও তৃণলতার রেশমি সুতার মতো নরম শিকড় ও শিরা-উপশিরাগুলো 'বিসমিল্লাহ' বলে শক্ত পাথর ও মাটি ভেদ করে বাড়তে থাকে। আল্লাহ ও রহমানের নাম নেওয়ার ফলে সবকিছুই অনুগত হয়ে যায়।

বাতাসে ডালপালার সম্প্রসারণ, ফল প্রদান, শক্ত পাথর এবং মাটিতে শিকড়গুলোর অতি সহজে বিস্তৃতিলাভ এবং মাটির নিচে রকমারি ফসল প্রদান, প্রখর তাপের মধ্যেও মাসের পর মাস সতেজ ও সবুজ পাতাগুলোর জীবন্ত থাকা প্রকৃতিবাদীদের গালে সজোরে চপেটাঘাত করে। আর 'চোখ থাকতেও অন্ধ' ওই সকল লোকের চোখে আঙুল দিয়ে সতর্ক করে এবং বলে–

তোমাদের আস্থাভাজন তাপ ও চাপ শক্তিও আল্লাহর নির্দেশের অনুগত।

এজন্যই রেশমি সুতার মতো বৃক্ষের নরম শিকড়গুলো হজরত মুসা আ.-এর লাঠির মতো :

فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ

আল্লাহর এই আদেশের অনুগত হয়ে পাথরকে বিদীর্ণ করছে; টিস্যুর পাতলা কাগজের মতো নরম লতাপাতাগুলো হজরত ইবরাহিম আ.-এর শরীরের একেকটি অঙ্গ আগুনের প্রখর তাপের মাঝেও : يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا আয়াতটি পাঠ করছে। যেহেতু সবকিছুই প্রকৃত অর্থে 'বিসমিল্লাহ' বলে, আল্লাহর নামে তাঁরই

নেয়ামতগুলো আমাদেরকে প্রদান করে তাই আমাদেরও উচিত 'বিসমিল্লাহ' বলা, আল্লাহর নামে দেওয়া এবং আল্লাহর নামে নেওয়া। সাথে সাথে যে সকল গাফেল মানুষ দেওয়ার সময় আল্লাহর নাম স্মরণ করে না, তাদের নিকট থেকে কোনো কিছু গ্রহণ না করা।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে– শুধুই পরিবেশকের ভূমিকা পালনকারী মানুষদের আমরা একটি মূল্য প্রদান করি, কিন্তু সবকিছুর প্রকৃত মালিক আল্লাহ আমাদের থেকে কী মূল্য চাচ্ছেন?

হ্যাঁ, ওই প্রকৃত নেয়ামতদাতা এই মূল্যবান নিয়ামত ও সম্পদের বিনিময়ে আমাদের থেকে তিনটি জিনিস চাচ্ছেন। আর সেগুলো হলো :

১. জিকির ২. শোকর ৩. ফিকির

শুরুতে 'বিসমিল্লাহ' জিকির, শেষে 'আলহামদুলিল্লাহ' হলো শোকর আর মাঝে চমৎকার শৈল্পিকতায় পরিপূর্ণ মহামূল্যবান নেয়ামতগুলোকে অমুখাপেক্ষী আল্লাহর কুদরতের অসাধারণ সৃষ্টি ও রহমতের হাদিয়া হিসেবে চিন্তা ও অনুধাবন করা হচ্ছে ফিকির।

কোনো বাদশাহর পাঠানো মূল্যবান উপহার তোমার নিকট বহনকারী কর্মচারীর পায়ে চুমু খেয়ে প্রকৃত উপহারদাতাকে না চেনা যেমন নিরেট মূর্খতা, ঠিক তেমনই দৃশ্যমান পরিবেশকদের প্রশংসা করে, ভালোবেসে প্রকৃত নেয়ামতদাতাকে ভুলে যাওয়া এর চেয়েও বড়ো মূর্খতা। হে আমার নফস! এরূপ নির্বোধ না হতে চাইলে আল্লাহর নামে দান করো এবং তাঁর নামেই গ্রহণ করো। সকল কাজ আল্লাহর নামেই সম্পন্ন করো। ওয়াসসালাম।

দ্বিতীয় কালিমা

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ
اَلَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِالْغَيْبِ

ঈমানের মাঝে কী যে সুখ ও তৃপ্তি রয়েছে—তা যদি বুঝতে চাও, তবে এই গল্পটি মনোযোগ দিয়ে পড়ো।

একবার দুই ব্যক্তি বিনোদন ও ব্যবসার জন্য ভ্রমণে বের হয়। তাদের মধ্যে একজন ছিল স্বার্থপর ও দুর্ভাগা। অপরজন ছিল আল্লাহভীরু ও সৌভাগ্যবান। তারা দুজনে দুদিকে যাত্রা শুরু করল।

স্বার্থপর ব্যক্তি শুধু নিজেকে নিয়েই ভাবে। আর সবকিছুতেই মন্দ খুঁজে বেড়ায়। তার এই স্বার্থপরতার শাস্তিস্বরূপ সে এমন এক দেশে গিয়ে উপস্থিত হয়, যে দেশটি তার দৃষ্টিতে নিকৃষ্ট। সে দেশের মানুষেরা অত্যাচারীদের অত্যাচার এবং কষ্টদায়ক পীড়ার হাত থেকে মুক্তির জন্য ফরিয়াদ করছে। সে তার পুরো যাত্রাপথে এরকম হৃদয়বিদারক দৃশ্য অহরহ দেখতে পায়। সারা দেশ যেন বিশাল এক মাতমখানায় পরিণত হয়েছে। সে এই কষ্টদায়ক ও বিভীষিকাময় অবস্থাকে ভুলে থাকার জন্য নেশার মধ্যে ডুবে থাকা ছাড়া আর কোনো পথ খুঁজে পায় না। কারণ, সে দেশের প্রত্যেককেই তার শত্রুর মতো মনে হয়। তাকে ভীষণ এক যন্ত্রণা পীড়া দিতে থাকে।

অপরজন, আল্লাহকে চেনে, ইবাদতগুজার, সত্যপন্থি এবং সুন্দর আখলাকের অধিকারী। পথ চলতে চলতে তার নজরে সুন্দর একটি দেশ পড়ে। আর এই ভালো মানুষটি তার যাত্রাপথের সর্বত্রই গণ—উৎসব দেখতে পায়। চারিদিক যেন খুশি, জজবাপূর্ণ ও